# বাফুফে মাননীয় সভাপতির মাসিক (মার্চ ২০২৩) বিবৃতিঃ

সবাইকে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাই। ফুটবল বিশ্বের জনপ্রিয় একটি খেলা যা বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষই ভালোবাসে এবং উপভোগ করে। বাংলাদেশেও ফুটবল জনপ্রিয়তা অনেক এবং এই জনপ্রিয়তা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফুটবল আমাদের সাহস ও আশা যোগায়, ফুটবল আমাদের অনুপ্রানিত করে। ফুটবলের মাধ্যমে আমরা ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং জাতিগত ভেদাভেদকে পাশ কাটিয়ে দেশ-জাতি নির্বিশেষে একে অপরের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তুলতে পারি। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এখনও সংঘাত, বৈষম্য, দারিদ্র্য, গ্লোবাল ওয়ার্মিং অন্যান্য অনেক অমীমাংসিত সমস্যায় জর্জরিত ও উদ্বিগ্ন। ফুটবল হয়তো এই সকল সমস্যাগুলোর সমাধান করতে পারবে না কিন্তু এটা মানুষকে স্বপ্ন দেখাতে উৎসাহিত এবং নতুন আশা ও প্রত্যাশার দুয়ার খুলতে সহযোগিতা করতে পারে। এবারের কাতার বিশ্বকাপ সবাইকে মুগ্ধ করেছে এবং সারাবিশ্ব একটি দুর্দান্ত প্রতিযোগিতার স্বাক্ষী হয়েছে। ফুটবলের সাথে জড়িত সকলকে সাথে নিয়ে আমরা এক হয়ে নৈতিক মূল্যবোধ ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এগিয়ে যাব এবং এশিয়ার ফুটবলের উন্নতিতে অবদান রাখবো। আমরা সবাই একটি পরিবার এবং আমি বিশ্বাস করি সকলের প্রচেষ্টায় আমরা দেশের ফুটবলকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছাতে পারবো।

**ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচ (বাংলাদেশ বনাম সিশেলস)ঃ**

মার্চ ২০২৩ এর ফিফা উইন্ডোতে সিলেট জেলা স্টেডিয়ামে আফ্রিকার দল সিশেলস এর সাথে ২টি (দুইটি) ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচের আয়োজন করা হয়। আফ্রিকার এই দেশটির বর্তমান অবস্থান ১৯৯ যা আমাদের থেকে ফিফা র‍্যাঙ্কিং এ সাত ধাপ পিছিয়ে। এর আগে ২০২১ সালে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ফোর-নেশনস্ কাপ টুর্নামেন্টে আমরা সিশেলস এর মুখোমুখি হয়েছিলাম। দুর্ভাগ্যবশত আমাদের দুইটি খেলার মাধ্যে একটি জয় এবং অপরটি পরাজয় নিয়ে শেষ করতে হয়। আমি মনে করি আমরা অল্প করে হলেও সঠিক পথে এগোচ্ছি। আমি সিলেট জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনসহ সকল স্টেকহোল্ডারদের খেলাগুলো সফলভাবে আয়োজনের ক্ষেত্রে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

**এএফসি অ-২০ ওমেন্স এশিয়ান কাপ (কোয়ালিফায়ার্স)ঃ**

শক্তিশালী তুর্কমেনিস্তানের বিরুদ্ধে চমৎকার ফুটবলীয় পারফরম্যান্সের মাধ্যমে জয়ী হবার পর আমরা ইরানের কাছে শেষ মূহুর্তে ১-০ ব্যবধানে হেরে 'এএফসি অ-২০ ওমেন্স এশিয়ান কাপ ২০২৪ (কোয়লিফায়ার্স)' থেকে ছিটকে পড়ি। একটি দুর্দান্ত সাফ চ্যাম্পিয়নশীপের পর আমরা আশা করেছিলাম যে এশিয়ার বিভিন্ন অংশ থেকে আগত প্রতিযোগীদের হারিয়ে আমরা রাউন্ড-২ এ এগিয়ে যেতে পারবো। আসলেই ফুটবল বরাবরের মতোই একটি অনিশ্চয়তায় খেলা। কিন্তু এই গ্রুপের কিছু খেলোয়াড়দের মধ্যে আমি অনেক টেকনিক্যাল প্রতিভা দেখেছি এবং আমি বিশ্বাস করি দীর্ঘ সময় ধরে তাদের একাডেমিতে রাখার সুফল আমরা ধীরে ধীরে দেখা শুরু করেছি। বাফুফে এলিট মহিলা একাডেমীর দৈনন্দিন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত সকলকে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার জন্য আমি ধন্যবাদ জানাই।

**চলমান পাতা .../২**

**ওমেন্স ফ্রাঞ্চাইজি সুপার লীগ ২০২৩ঃ**

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের তত্তাবধানের এবং 'কে-স্পোর্টস' এর ব্যবস্থাপনায় প্রথমবারের মত আয়োজিত হতে যাচ্ছে 'ওমেন্স ফ্রাঞ্চাইজি সুপার লীগ ২০২৩'। এই লীগের মাধ্যমে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি একটি আন্তর্জাতিক প্লাটফর্ম তৈরি করা যেখানে বাংলাদেশের মহিলা খেলোয়াড়রা বিদেশী ফুটবলারদের সাথে একসাথে খেলতে পারবে এবং আমাদের দেশের নারী ফুটবলের উন্নয়ন ও বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হবে। এই লীগের জন্য আমি অত্যন্ত উন্মুখ এবং আমি মনে করি এর মাধ্যমে খেলোয়াড়দের প্রতিভার বিকাশ ঘটবে।

**সাফ অ-১৭ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৩ঃ**

সদ্য সমাপ্ত 'সাফ অ-১৭ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩' এর পরবর্তী উদীয়মান নারী খেলোয়াড়দের আমরা কমলাপুরস্থ বীরশ্রেষ্ঠ সিপাহী মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে খেলতে দেখেছি। ইউরোপীয় দল রাশিয়ার অন্তর্ভুক্তি এই টুর্নামেন্টকে নতুন মাত্রায় উত্তেজনাপূর্ন করে তুলেছে। ইউরোপীয় প্রতিপক্ষের বিপক্ষে খেলার সুযোগ না পাওয়া দক্ষিন এশিয়ার দলগুলোর জন্য এটি একটি চমৎকার সুযোগ। আমরা সেই রাশিয়ার কাছে ৩-০ গোল ব্যবধানে হেরেছি কিন্তু ভুটান, ভারতকে হারিয়ে নেপালের সাথে ড্র করে উক্ত টুর্নামেন্টে রানার্সআপ হয়েছি। আমি মনে করি এই টুর্নামেন্টের খেলার অভিজ্ঞতা মেয়েদের আসন্ন 'এএফসি অ-১৭ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৪ (কোয়ালিফায়ার্স)' রাউন্ডের জন্য সহায়ক হবে। আমি 'সাফ অ-১৭ ওমেন্স চ্যাম্পিয়নশীপ ২০২৩' এ অংশগ্রহনকারী সকল দেশকে তাদের অংশগ্রহনের জন্য এবং আমার সহকর্মীদের টুর্নামেন্টটি সার্থকভাবে আয়োজন করার জন্য ধন্যবাদ জানাই।

**বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন পালনঃ**

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ১০৩তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে ১৭ মার্চ, ২০২৩ তারিখ বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন ভবনে কোরআন খতম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, কেক কাটা এবং মসজিদে মিলাদ ও দোয়া শেষে তবারক বিতরণের মাধ্যমে উক্ত জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়।

**স্বাধীনতা দিবসঃ**

প্রতি বছরের ন্যায় স্বাধীনতা দিবসকে উদযাপন করতে আমরা আমাদের দেশের প্রাক্তন খেলোয়াড়দের অংশগ্রহনে বাফুফে ভবন মাঠে একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ এর আয়োজন করি। ম্যাচ শেষে আমি নিজে উভয় দলকে অভিনন্দন জানিয়ে মেডেল ও ট্রফি প্রদান করি। প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসকে স্মরনীয় করে রাখতে আমাদের এই উদ্দ্যোগ চলমান থাকবে এবং দিনটিকে স্মরনীয় করে রাখতে আগত প্রাক্তন খেলোয়াড় ও শুভাকাক্ষীদের প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন।

**বাফুফে এএফসি সি ডিপ্লোমা কোচিং কোর্স ২০২৩ঃ**

বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন সর্বদাই দেশের খেলার উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় দেশের তৃনমূল প্রশিক্ষকদের বছরব্যাপী বিভিন্ন কোর্স আয়োজনের মাধ্যমে কোচিং এডুকেশন প্রদান করা হচ্ছে। নতুন খেলোয়াড় ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের একাডেমীগুলোতে কর্মরত কোচদের জন্য গ্রাসরুট ও সি ডিপ্লোমা কোর্সের আয়োজন করা হয়, যাতে করে তারা আধুনিক কোচিং সেশন পরিচালনা করতে পারে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের প্রশিক্ষকদের নিকট থেকে আমি অনেক ইতিবাচক সাড়া পেয়েছি এবং আমি বিশ্বাস করি একজন প্রশিক্ষিত কোচই পারে একজন ভালো খেলোয়াড় তৈরি করতে। কোর্সে অংশগ্রহনকারীগণকে এবং আমাদের টেকনিক্যাল ডিপার্টমেন্টকে তাদের অব্যাহত কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

**চলমান পাতা .../৩**

**বাফুফে একাডেমি এক্রিডিটেশন স্কীমঃ**

বাফুফে একাডেমি এক্রিডিটেশন স্কীমের আওতায় অন্তর্ভুক্ত সকল ওয়ান স্টার ও টু স্টার একাডেমীগুলোকে সার্বক্ষনিক সহযোগীতা, সহায়তা প্রদান ও যে কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে বাফুফে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। বাফুফের টেকনিক্যাল বিভাগ সরাসরি ও অনলাইন জুম এর মাধ্যমে একাডেমির পরিচালক এবং প্রশিক্ষকদের সাথে মিটিং করে আসছে। উক্ত স্কীমটির ক্রাইটেরিয়া, বিষয়বস্তু এবং একাডেমীগুলো কিভাবে স্টার সনদ এক পর্যায় থেকে অন্য পর্যায়ে পৌছাতে পারে সেই বিষয়গুলোর বিশদ বিবরন মিটিং এ উপস্থাপন করা হয়। দেশের স্বীকৃতপ্রাপ্ত একাডেমিগুলোর প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন রইলো।

ফুটবল উন্নয়নে বাফুফের জন্য জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ কর্তৃক প্রণীত ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট প্রপোজাল (ডিপিপি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে অনুমোদিত না হওয়ায় আমরা হতাশ। আমরা এই প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নানা পদক্ষেপ নিয়েছিলাম যা ফুটবলের বিকাশের জন্য সহায়ক হতো। কেননা, একটি ফেডারেশনের জন্য ক্রমাগত বিনিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন যার দ্বারা ফুটবলের গতি-প্রকৃতির সম্প্রসারন, আন্তর্জাতিক ম্যাচ ও টুর্নামেন্ট আয়োজন, রেফারীদের ভালো সুযোগ সুবিধা ও অভিজ্ঞতা বৃদ্ধিকরনের মাধ্যমে দেশের ফুটবলের সত্যিকারের উন্নয়ন সম্ভব। আর্থিক দৈন্যতা ও শত প্রতিকূলতার মধ্যেও দেশের ফুটবলকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা চালিয়ে যচ্ছি। আমরা আশা করছি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার পরবর্তী অর্থ বছরে ডিপিপি অনুমোদন করবে।